"সংবাদ"

তারিখ ১৬।৬।৮১
পৃঃ ... কলাম ...

নিরক্ষরতা দূর করতে শিক্ষিতদের এগিয়ে আসতে হবে : রাষ্ট্রপতি

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দেশব্যাপী চলতি গণ সাক্ষরতা কর্মসূচীতে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করে সমাজ থেকে নিরক্ষরতা নির্মূলের জন্য সমাজের শিক্ষিত মহলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, শিক্ষাই শক্তি এবং শিক্ষাই জাতীয় মানের পরিচয়, জাতির দিক নির্দেশ করে।

গতকাল সকালে ঢাকা কলেজ মিলনায়তনে বাংলাদেশ সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতি আয়োজিত 'গণশিক্ষা কার্যক্রম ও শিক্ষক সমাজ' শীর্ষক দু'দিন ব্যাপী সেমিনারের উদ্বোধনকালে তিনি এ আহ্বান জানিয়েছেন।

সেমিনারে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সেক্রেটারী জেনারেল প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও বাংলাদেশ সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব একেএম আলী রেজা। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন প্রধান মন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, তথ্য ও বেতার মন্ত্রী জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব এ বাতেন, যুব প্রতি মন্ত্রী জনাব আবুল কাশেম।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি মিসেস জাহানারা বেগম।

রাষ্ট্রপতি বলেন, কয়েকশ' বছরের পরাধীনতাই নিরক্ষরতার জন্য দায়ী। ঔপনিবেশিক শক্তির নীতিই ছিল সাধারণ মানুষকে জ্ঞানের আলো না দেয়া। কারণ শিক্ষার আলো পেলেই জনগণ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে। তিনি বলেন, শিক্ষিতদের স্বেচ্ছায় নিরক্ষরতা দূরীকরণের বৈপ্লবিক কর্মসূচীকে সফল করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। রাষ্ট্রপতি বলেন নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন তা আমাদের নেই। আমাদের পরিকল্পনা ছিল এ সময়ের মধ্যে ৫০।৬০ লাখ মানুষকে অক্ষর জ্ঞান দেবো। আমরা তা না পারলেও ২৫ লাখ লোককে সাক্ষর করেছি। বিশ্বে কোথাও এত অল্প সময়ে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সাক্ষর

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

রাষ্ট্রপতি

(১ম পাতার পর)

করা সম্ভব হয়নি। ১৯৮১ সালের মধ্যে ১ কোটি লোককে সাক্ষর করা হবে। তিনি বলেন গ্রাম সরকার ইউনিয়ন পরিষদ ও অন্যান্য প্রশাসন মাধ্যমে একাজ চলবে। অতীতে জনগণকে কাজ করার অধিকার দেয়া হয়নি, এখন তাদের অধিকার দেয়া হয়েছে। তিনি শিক্ষকদের প্রতি শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

খাল কাটা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটা কোন স্টান্ট নয়। অনেকে খালকাটার সফলতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন। মানুষের সাথে যাদের কোন সম্পর্ক নেই তারাই এই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী নিরক্ষরতা দূরীকরণে শিক্ষক সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন, জনগণকে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসার নিশ্চয়তা দিতে হবে।

দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জনশিক্ষা পরিচালক ডঃ হাফেজ আহমদ।

'গণশিক্ষা কার্যক্রম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন' শীর্ষক মূল প্রবন্ধে জনাব মুহম্মদ ফেরদৌস খান বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও অপূর্ণ রয়ে গেছে। দেশে শতকরা ৭৮ জন নিরক্ষর। ৯০% কারিগরি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। দেশে বর্তমানে ৫৫ লাখ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। তারা নিরক্ষর হিসেবে বড় হচ্ছে। ১৯৭৪ সালের হিসেব অনুযায়ী শিক্ষিতের হার ২২ দশমিক ২ শতাংশ। সুদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা দেশে ১ লাখ। এস এস সি এবং তদূর্ধ্ব শিক্ষায় শিক্ষিত ৪৮ শতাংশ কর্মহীন বেকার।

তিনি বলেন সব শিশুর জন্য কারিগরি শিক্ষা আর সে সঙ্গে বয়স্কদের জন্য পেশা শিক্ষাই সঠিক গণশিক্ষার ভিত।

'গণশিক্ষা ও সামাজিক পরিবর্তন' শীর্ষক প্রবন্ধে অধ্যাপক মুহম্মদ আবুল হাসান বলেন সর্বোচ্চ সংখ্যক জনগণের শিক্ষার নাম গণশিক্ষা একে সাক্ষরতার সঙ্গে সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। তিনি বলেন যে শিক্ষা মানুষের জীবন যুদ্ধে কোন কাজে লাগে না সে শিক্ষা নিতান্তই অর্থহীন। তিনি বলেন বিভিন্ন গবেষণা করিয়ে দেখা গেছে যে এক বছর শিক্ষানবিশী নিরক্ষর শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করে ১০ থেকে ১২%। কিন্তু ১বছরের সাক্ষরতার ফলে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে ৩০ ভাগ। অধ্যাপক হাসান বলেন, আর্থ সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের মৌলিক পরিবর্তন ও তার উন্নয়নের জন্য শিক্ষার হার বৃদ্ধির গুরুত্ব অধিক। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন ১৯২০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে শিক্ষার হার ছিল ৩২ ভাগ এবং ১৯৪৯ এ চীনে ওই হার ছিল শতকরা ২০ ভাগ। বর্তমানে ওই দু'দেশে শিক্ষিতের হার যথাক্রমে ৯৯ দশমিক ৯ এবং ৭৫ ভাগ। তিনি বলেন, শিক্ষার হারের সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। তিনি বাংলাদেশে শিক্ষার হারের উল্লেখ করে বলেন, ১৯৭৪ সালে সাক্ষরতার হার ছিল ২২ দশমিক ২ভাগ। এই সময়ে রাশিয়ায় ৯৯ দশমিক ৭৫%এবং চীন ৭৫%এবং কিউবায় ৯৬%। ১৯৫১ সালে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ছিল ২১ শতাংশ। ২৫ বছর পরে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ২২ দশমিক ২ ভাগ দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ২৫ বছরের সাক্ষরতা বৃদ্ধির হার মাত্র ১ দশমিক ২%. অপরপক্ষে এই সময়ে চীনে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি শতকরা ৫০ ভাগ। এই তথ্য থেকে একটা কথাই বলা যায়, বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তার মোটেও ঘটেনি। সভাপতির ভাষণে ডঃ হাফেজ আহমেদ প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে বলেন,দৃষ্টিভঙ্গি,দক্ষতা ও জ্ঞান বাড়াতে হবে। সাক্ষরতার জন্য সমস্ত শিক্ষক সমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে।